কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

দীর্ঘ এক বছর পর কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভাপতির নির্দেশক্রমে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা গতকাল রবিবার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পাঠানো হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বও, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সদর উদ্দীন খানকে সভাপতি ও আজগর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দীর্ঘ ১ বছর পর গতকাল রবিবার রাতে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে চারজন নারী পদ পেয়েছেন। আরও দুজন নারী সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

অনুমোদিত কমিটিতে কয়েকটি নতুন মুখ স্থান পেয়েছে। কমিটিতে নতুন মুখ হিসেবে সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন কুষ্টিয়া আদালতের সরকারি কৌঁসুলি অনুপ কুমার নন্দী, কোষাধ্যক্ষ পদ পেয়েছেন ব্যবসায়ী অজয় সুরেকা। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আসা তরুণ তিন নেতা হলেন আমজাদ হোসেন, হাসানুল আসকার ও মাজহারুল ইসলাম।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দীন খান বলেন, প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণ নেতৃত্ব দলকে আরও সুসংগঠিত করবে।

দামুড়হুদায় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি পালন করা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেল ৫টার দিকে দিবসটি উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভা

ও কেক কাটা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আয়োজনে উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আফজালুর রহমান সবুজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক ইনজামুল হক, জুলফিকার আলি ভুট্টু, সাগর হোসেন, আ: রহিম, তরিকুল ইসলাম, সদস্য সন্টু, আসিফ, ফিরোজ, সজিব, তুহিনুর রহমান সোহাগসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা।

অপরদিকে, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আয়োজনে বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক মকলেছুর রহমান রহমান মুকুলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, আনন্দ র্যালী ও কেক কাটা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক ইমরান হোসেন, আবু জাফর তন্ময়, সদস্য সাজিদুর রহমান সাজিদ, আলফাজ হোসেন, সোয়েব, সজল, শাওন, জিহাদ, আকাশ, রাজু, তাওহিদ প্রমুখ।

বাম্পার ফলন , দামে হতাশ

এম এফ রুপক / ফয়সাল আহম্মেদ

মেহেরপুরে ইতোমধ্যে নতুন পেয়াজ উঠতে শুরু করেছে। ঘরে ঘরে চলছে পেয়াজ কাটার উৎসব। খোলা বাজারেও দেখা মিলছে পেয়াজের। কিন্তু লাভের আশায় পেয়াজ চাষ করে ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার চাষিরা। ন্যায্য দাম না পেয়ে বিঘা প্রতি ২০ হাজার টাকা থেকে ২৫ টাকা লোকসানের মুখে পড়েছে চাষিরা। অনেক জমিতে পেয়াজ পরিপক্ক হলেও দাম না থাকায় তুলতে পারছে না চাষিরা।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ি এ বছর মেহেরপুরে প্রায় ৩ হাজার ৩শ হেক্টর জমিতে পেয়াজের চাষ করা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুল থাকায় এ বছর পেয়াজের বাম্পার ফলন হয়েছে মেহেরপুরে। তবে দাম না পেয়ে হতাশায় ভুগছে এলাকার চাষিরা। সম্প্রতি ভারতীয় পেয়াজ বাংলাদেশে প্রবেশ ও দেশের সব জায়গাতে একই

সাথে পেয়াজ তোলাতে দাম কমেছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে কাঁচা পেয়াজ পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে ১৫-২০ টাকা দরে। বিঘা প্রতি ফড়িয়ারা দাম দিচ্ছে ২০- ২৫ হাজার টাকা। অথচ এক বিঘা জমিতে পেয়াজ উৎপাদন করতে খরচ হয়েছে ৩৫- ৪০ হাজার টাকা।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের পেয়াজ চাষী সেলিম, আব্দুল আজিজ, মাবুদ, ছপের আলী, ইলিয়াস, ছাদ্দামসহ বেশ কয়েকজন জানান, সোনাপুর গ্রামের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ লাভের আশায় পেয়াজ চাষ করেছে। কোন কোন চাষী বিভিন্ন জায়গায় লোন করেছে পেয়াজ চাষের জন্য। কথা ছিল পেয়াজ বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করবে। কিন্তু টাকা পরিশোধ তো দূরের কথা, উৎপাদন খরচই উঠছে না চাষিদের। এমন অবস্থায় মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার পেয়াজ চাষিরা।

পেয়াজ চাষি স্বপন বলেন, আমি এবছর ১২ বিঘা জমিতে পেয়াজ চাষ করেছি। পেয়াজ পরিপক্ক হয়েছে। আমি ২ বিঘা জমির পেয়াজ তুলে বিক্রি করেছি। তাতে আমার লস হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। বাকি ১০ বিঘা জমিতে এখনো পেয়াজ রয়েছে। দাম কম থাকায় তুলতে পারছি না।

মেহেরপুর সদর উপজেলার পেয়াজ চাষি রকিবুজ্জামান বলেন, যারা আগাম পেয়াজ চাষ করেছে তাদের লাভ হয়েছে। এক সপ্তাহ আগেও পেয়াজের দাম সন্তসজনক ছিল। কিন্তু এখন একেবারেই দাম নেই। এই দামে পেয়াজ বিক্রি করলে খরচের অর্ধেক টাকাও পেরত পাওয়া যাবে না।

মেহেরপুর কাস্টম অফিসের এক কর্মকর্তা সোনাপুর গ্রামের পেয়াজ চাষি কামাল উদ্দিন জানান, প্রতি বছর লাভের আশায় পেয়াজ চাষ করা হয়। এবারও করেছি। কিন্তু যে দাম পাওয়া যাচ্ছে তাতে লাভ তো দূরের কথা উৎপাদন খরচই উঠবে না। আমাদের মেহেরপুরে যদি পেয়াজ সংরক্ষাণাগার থাকতো তবে এই সিজনে পেয়াজ সংরক্ষণ করা যেত। তিন্তু সে ব্যবস্থা মেহেরপুরে নেই। এমন অবস্থায় আমরা চাষিরা খুব ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারনণ অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় চলতি সিজনে মেহেরপুরে পেয়াজের বেশ বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকায় দাম একটু কম। তবে এক্ষেত্রে চাষিরা ৩-৬ মাস ঘরোয়া ভাবে ঝুলিয়ে রেখে পেয়াজ সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়াও আমরা আশা করছি আমাদের মেহেরপুরের কৃতিসন্তান জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরে একটি সংরক্ষাণাগার নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন।

তাহলে চাষিরা যথা সময়ে সেগুলো বিক্রি করে, যথাযথ মূল্য পাবে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের শীতবস্ত্র বিতরণ

গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রধান কার্যালয় পৌর ঈদগাহ পাড়ায় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল এর ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দরিদ্র শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমর ফারুক লিটন সহ-সভাপতি মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা এডভোকেট মোখলেসুর রহমান স্বপন জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য, প্রভাষক ফয়েজ আহমেদ যুগ্ম সম্পাদক মেহেরপুর জেলা বিএনপি, কাজী মিজান মেনন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা বিএনপি, আব্দুস সালাম যুগ্ম-সম্পাদক মেহেরপুর জেলা যুবদল, রাজন শেখ যুগ্ম সম্পাদক মেহেরপুর জেলা যুবদল।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরিদুল ইসলাম পিন্টু যুগ্ম সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, লিটন উদ্দিন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, তরিকুল ইসলাম সাংস্কৃতিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, আনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক মেহেরপুর জেলা নবীন দল।
আলোচনা সভা শেষে দরিদ্র শিশুদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে শৈলকুপায় ৭ পুলিশসহ আহত- ৮, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী ও বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা, ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

এ সময় ৭ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে জানা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ ১২ রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। সরোয়ার নামে বিদ্রোহী প্রার্থীর ১ কর্মী কে মুমূর্ষু অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের অভিযোগ দল থেকে সদ্য বহিস্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের কর্মী-সমর্থকরা নৌকা মার্কার মিছিলে হামলা চালায়। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে মেয়র প্রার্থী তৈয়বুর রহমান বলেন নৌকা মার্কার মিছিল থেকে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালানো হয়। এ সময় সরোয়ার নামে তার এক কর্মী গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল রবিবার সন্ধ্যার একটু আগে নৌকা মার্কার একটি মিছিল চৌরাস্থা হয়ে সরকারী ডিগ্রী কলেজ রোড দিয়ে যায়। এসময় সময় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের অফিস অতিক্রমের সময় উভয় মেয়র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি জানা জানি হলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম ও বিদ্রোহী প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের কর্মী-সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় লিপ্ত হয়। এ সময় পুলিশ উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে ১২ রাউন্ড ফাকা রাবার বুলেট নিক্ষেপ ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সময় সংঘর্ষকারীদের ইটের আঘাতে ৭ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে পুলিশ দাবি করছে। সংঘর্ষের সময় গোলাম সরোয়ার নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মী গুরুতর আহত হয়। তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে

চিকিৎসক জানান।

আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কার প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম বলেন, তার কর্মী সমর্থকরা একটি মিছিল নিয়ে কলেজ রোড দিয়ে যাওয়ার সময় দল থেকে বহিষ্কারের রাগে বিদ্রোহী প্রার্থী তৈয়বুর রহমানের কর্মী সমর্থকরা তার মিছিলের উপর হামলা চালায়।

এ হামলার কথা অস্বীকার করে বিদ্রোহী মেয়র প্রার্থী তৈয়বুর রহমান খান বলেন, নৌকা মার্কার মিছিল থেকে তার কলেজ রোডের স্কুল মার্কেটের নির্বাচনি অফিসে হামলা চালায়।

শৈলকুপা থানার ওসি তদন্ত মহসিন হোসেন জানান, আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ ১২ রাউন্ড ফাকা রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। হামলাকারীদের ইটের আঘাতে ৭ পুলিশ সদস্য আহত হয় বলে ওসি (তদন্ত) জানান।

আনোয়ার আলীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন আমির হোসেন আমু

একজন আনোয়ার আলী। তার রাজনীতির বয়স ৬০ বছরের উপরে। নানা দুঃসময়ে যিনি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নানা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মেয়র হিসেবে কুষ্টিয়া পৌরসভার নাগরিকদের সেবা করছেন টানা কয়েক যুগ। আধুনিক কুষ্টিয়া ও বসবাসযোগ্য শহর গড়তে যিনি সারাটা দিন ব্যয় করেন।

নাগরিকদের কাছেও তিনি সম্মানের পাত্র। জীবনের শেষ সময়ে এসে বর্ষিয়ান এ নেতা ফের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি বেড়েছে। বাকি সময়টা পৌরবাসীর সেবা করে কাটাতে চান। গড়তে চান আধুনিক এক কুষ্টিয়া।

৭৮ বছর বয়সী মেয়র আনোয়ার আলী এবার দলীয় মনোনয়ন পাবেন কি-না যে

প্রশ্ন রেখেছিলেন অনেকে। দলের অনেকেই চেষ্টা করছিলেন তাকে পেছনে ফেলে পৌরসভায় মেয়র পদে দলীয় মনোনয়ন পেতে। তবে দলীয় সভানেত্রী শেষ পর্যন্ত মেয়র আনোয়ার আলীকেই বেছে নিয়েছেন। তাকেই দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন। দলীয় মনোনয়ন পাওয়া প্রসঙ্গে মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, আমার আত্মবিশ্বাস ছিল দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা আমাকেই ফের দলীয় মনোনয়ন দিবেন। যতদিন তিনি আছেন আর আমি বেঁচে আছি তিনি আমাকে সম্মানিত করবেন। আমিতো দলীয় মনোনয়ন চাইনি। তারপরও তিনি আমাকে ভালবেসে মনোনয়ন দিয়েছেন। এ জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া ও নেত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

আনোয়ার আলী বলেন, মনোনয়নের প্রথম খবরটি দেয় আমির হোসেন আমু। তিনি আমাকে মোবাইল করে খবর দেন। আমু আমার রাজনৈতিক গুরু। তিনি আমাকে স্নেহ করেন। খবরটি জানার পর আমার মানসিক শক্তি বেড়ে যায়। বেশ উদ্দীপনা লাগছে। আবার কাজের সুযোগ পাবো জনগণ নির্বাচিত করলে। কেমন পৌরসভা গড়তে চান জানতে চাইলে তিনি বলেন,‘ আমিতো নতুন মেয়র না। দীর্ঘ সময় মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। কুষ্টিয়া শহরকে বসবাস যোগ্য করতে নানা প্রকল্পবাস্তবায়ন করেছি। সড়ক ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ করেছি।

বস্তিগুলোর উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চিত্র পাল্টে গেছে। বস্তির মানুষ এখন আধুনিক সুবিধা ভোগ করছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করছে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। নতুন এলাকার জন্য অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম। তবে অনেক কাজ বাকি আছে। আল্লাহ সুযোগ দিলে অনেক কাজ দৃশ্যমান হবে। এক প্রশ্নের জবাবে আনোয়ার আলী বলেন- আমি কোন ঠকবাজি কাজে বিশ্বাসী নয়। যতটুকু করতে পারবো ততটুকু আশ্বাস দিয়ে থাকি। মেয়রের চেয়ারে বসার পর আমার কোন দল নেই। আমি নাগরিক হিসেবে সবার কাজ করি। আর এ জন্য মানুষ আমাকে ভালবাসে। আমাকে আওয়ামী লীগ যেমন ভোট দেয় বিএনপির অনেকেই ভোট দেয়।

আমি সবার মেয়র। কেউ কাজ নিয়ে আসলে আমি সেই কাজ করে দিয়ে থাকি। কাউকে হয়রানী করা আমার কাজ নয়। আমার মত এত বয়সী মেয়র আর দেশের কোন পৌরসভায় আছে বলে জানা নেই। আমার সমবসয়ী অনেক বন্ধু মারা গেছে।

করোনা হওয়ার পর আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ জন্য শুকরিয়া তার দরবারে। হয়তো মানুষের ভালোবাসার কারণে আল্লাহ আমাকে নতুন হায়াত দান করেছেন। তাই বাকি সময় জনগণের জন্য কাজ করে যেতে চাই।’

মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, এবার নির্বাচিত হলে প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ সংরক্ষণ করার পাশাপাশি বৃদ্ধদের জন্য আশ্রম ও কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল ও তাদের শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার করার ইচ্ছা আছে।

ভাল পৌরসভা গড়তে হলে নাগরিকদের সচেতন হতে হয়। নাগরিকরা সচেতন হলে শহর বদলে যাবে। সৌন্দর্য বন্ধনের পাশাপাশি সড়কগুলোকে আরো প্রশস্ত করার কথা জানান তিনি। পাশাপাশি যানজট নিরসনে উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন মেয়র।

কুষ্টিয়াকে দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা ও উন্নত পৌরসভা দাবি করে মেয়র বলেন, আমার কোন বেতন বাকি নেয়। সেবা দেয়ার মত সব সক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

আমাদের অনুসরন করে অনেক পৌরসভা। আমাদের সেবা যাতে আরো দ্রুত মানুষ পায় সেজন্য উদ্যোগ নেয়া হবে গামীতে। পৌর নাগরিকদের জন্য সেবার আওতা বাড়ানোর কাজও করা হবে আগামীতে। তবে এখনো সাধ্যমত সেবা দিতে হয়ত আমরা পারছি না। এ জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে আগের চেয়ে সেবা বেড়েছে। শহরের বেশ কয়েকটি সড়ককে প্রশস্ত করে সেখানে বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সবুজ কুষ্টিয়ার গড়ার উদ্যোগ হিসেবে এ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। বিশেষ করে পিটিআই সড়ক প্রশস্ত করা হবে। মরা গড়াই খাল খনন নিয়ে বলেন- খাল খননে আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু সমস্যা হয়েছে। নতুন করে আবার খননের উদ্যোগ নেয়া হবে।

এ জন্য জিকের সহযোগিতা নেয়া হবে। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে।’ ভাল পরিষদ চালাতে হলে ভালো লোকের প্রয়োজন বলেও জানান। গত পরিষদ চালাতে গিয়ে অনেক সময় কাউন্সিলররা বাঁধা দিয়েছে। তবে তাদের বুঝিয়ে অনেক কাজও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিরোধিতা থাকবেই, তারপরও কাজ করে যেতে হবে। মেয়র বলেন নেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ভালবাসেন। তিনি আমার খোঁজও নেন।

দেশকে সঠিক পদে নিয়ে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা এমন দাবি করে মেয়র বলেন, দেশ আগের তুলনায় উন্নত। এ জন্য কুষ্টিয়া সপৌরসভা অনেক কাজ বাস্তবায়ন করতে পারছে। আগের তুলনায় আমরা বেশি বাজেট পাচ্ছি। কাজ বাস্তবায়ন করা সহজ হচ্ছে।’ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন চান মেয়র। তিনি সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট হলে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

মেয়র বলেন- কাজের মূল্যায়ন করবে জনগনণ। আমিতো তাদের সেবা দিয়ে

আসছি। ভোটের মাধ্যমে কাজের বিষয়টি প্রমাণ হয়। আশা করি ভাল নির্বাচন হবে। দলমত নির্বিশেষে সকলে আমাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। আমি কোন হট্টগোলে বিশ্বাসী নয়। সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মনোনয়ন পাওয়ার পর দলের শীর্ষ নেতারা এসেছিলেন। তারা আমার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের সবার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন।

নৌকা প্রতীক দলের। তাই দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী নৌকার পক্ষে কাজ করবে বলে আশা করছি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবউল লম হানিফ এমপিসহ সকলেই আমার জন্য কাজ করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সবাই আমাকে ভালোবাসেন এটায় আমার জন্য বড় পাওয়া।’

কুমারখালীতে ৫ স্ত্রীর মধ্যে ৩ স্ত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে স্বামী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে প্রেমের ফাঁদে ফেলে একাধিক বিয়ের হোতা রবিউল আলমের বিরুদ্ধে চতুর্থ স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও সহায়তা করার অপরাধে মামলা হয়েছে।

রবিবার ভোররি দিকে কুমারখালী উপজেলার হলবাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এরআগে, শনিবার নিহত মৌসুমি খাতুনের পালক পিতা শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে কুমারখালী থানায় শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলা দায়ের করে।

মামলার এজাহারে জানা যায়, শিলাইদহ ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামের মৃত শাজাহান প্রামাণিকের ছেলে রবিউল আলম ২ বছর পূর্বে কলেজে

পড়াকালীন মৌসুমি খাতুনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেন। এবং বিয়ের পর থেকেই মৌসুমিকে যৌতুকের দাবীতে শারীরিক ও মানুষিকভাবে নির্যাতন করতে থাকেন। রবিউল আলম, তার মা ভানু খাতুন, চাচা আহমদ আলী রেনু ও বোন শাহিদা খাতুন ৫ লাখ টাকা যৌতুকের দাবীতে তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে গত ৩০ ডিসেম্বর বিকেলে মৌসুমি খাতুন ঘরের আড়ার সাথে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমান জানান, রবিউল আলম সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। রোববার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মামলার প্রধান আসামি রবিউলকে কুমারখালী হলবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এদিকে গত ৩১ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় রবিউলের চতুর্থ স্ত্রী মৌসুমীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মৌসুমী শহিদুল ইসলামের পালিত মেয়ে ছিলেন।

কলেজে পড়াশোনার সময় তাকে প্রেম করে বিয়ে করেন রবিউল। মৌসুমীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। শিলাইদহ ইউনিয়নের কল্যাণপুর গ্রামের রবিউল আলম এর এমন বিয়ে কাণ্ডে তার পরিবারের সদস্যরাও বিব্রত। জানা গেছে রবিউল আলম ১৬ বছর আগে ২০০৪ সালে প্রথম বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ির পর কল্যাণপুরের সাকিরের মেয়ে জোসনা কে বিয়ে করেন। নির্যাতন সইতে না পেরে জোসনা একটি ছেলে সন্তান রেখে আত্মহত্যা করেন। বর্তমানে ছেলেটির বয়স ১২ বছর।

এর এক বছরের মাথায় রবিউল দয়ারামপুর গ্রামের সাজাইয়ের মেয়ে মনিরাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করেন। তবে তাদের সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অন্তঃসত্বা অবস্থায় আত্মহত্যা করেন মনিরা। তারপর গত দুই বছর আগে পালক কন্যা মৌসুমিকে বিয়ে করেন।

এরই মাঝে গোপনে রাজিয়া সুলতানা নামে আরেক তরুণীকে বিয়ে করে শহরে বসবাস করেন রবিউল। চতুর্থ স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুর পর পালিয়ে যান রবিউল। রবিউল আলম এর বড় ভাই রানা বলেন এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমরা বিব্রত। তবে একাধিক বিয়ের বিষয়ে তার ভাইয়ের পাশাপাশি মেয়ে পক্ষও দায়ী বলে উল্লেখ করেন তিনি।

[redacted]

‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ডাক্তার এসোসিয়েশনের বিভাগীয় কার্যালয় উদ্বোধন

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ প্যারা মেডিকেল ডাক্তার এসোসিয়েশন (বিপিডিএ) খুলনা বিভাগীয় অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ শেখপাড়া এলাকায় ফিতা কেটে এ কার্যালয়ের উদ্ভোধন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ প্যারা মেডিকেল ডাক্তার এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ডা. আর এম রনি, সহ-সভাপতি ডা. কামাল হোসেন. যুগ্ম মহাসচিব ডা. মোশাররফ হোসেন, ডা. ফজলুর রহমান তপন, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক ডা. আমীরুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক ডা. আব্দুল জব্বার, ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক রাজু আহম্মেদ, যুবলীগ নেতা তরুন সমাজসেবক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম।

পরে আলোচনা সভা শেষে বাংলাদেশ প্যারা মেডিকেল ডাক্তার এসোসিয়েশন খুলনা বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। এতে ডা. নজরুল ইসলাম, ডা. জাফর ইকবালকে যুগ্ম আহবায়ক ও ডা. জুইস উজ্জামানকে সদস্য করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।